কিশোর সিরিজ-৮

আল-কুরআনের গল্প পড়ো

দ্বিতীয় পর্ব

মুফতি মাহফুজ মুসলেহ

মুদাররিস, মাদরাসা উলূমে শরীআহ

৭৪/১-এ উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

আল-কুরআনের গল্প পড়ো

দ্বিতীয় পর্ব : কিশোর সিরিজ-৮

রচনা ■ মুফতি মাহফুজ মুসলেহ

প্রথম প্রকাশ ■ একুশে বইমেলা ২০২২

প্রচ্ছদ ■ মুহা. মাহমুদুল ইসলাম। ইনার ■ বশীর মেছবাহ

মুদ্রণ ■ জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স, ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

একমাত্র পরিবেশক ■ রাহনুমা প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১৩০.০০ (একশো ত্রিশ টাকা মাত্র)

AL-QURANER GOLPO PORO

Written by. Mufty Mahfuz Musleh

Market & Published by. Rahnuma Prokashoni. Price: Tk 130.00, US $ 05.00 only.

ISBN: 978-984-93857-2-4

E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

সাদ, সাঈদ, মুসান্না, আয়েশা ও মুআন্না
এবং
স্নেহের প্রিয় জুওয়াইরিয়া আফরাকে—
তোমরা বড় হও!
তোমাদের নামে যে মহান সাহাবিগণ ছিলেন,
তাদের মতো মানুষ হও—
এই কামনায়...

সূচীপত্র

গোয়েন্দা পাখি—১৩
পাথর থেকে উটের ছানা—২২
পাখির কাছে হাতির পরাজয়—৩০
প্রথম হত্যাকারী—৩৫
মাছের পেটে কয়েকদিন—৪১
অহংকারের পরিণতি—৪৮
নবীর বিয়ে—৫১

গোয়েন্দা পাখি

বন্ধুরা, আমি তোমাদের আজ একটা পাখির গল্প শোনাব। এ গল্পটি কুরআন শরিফে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বর্ণনা করেছেন!

কী, অবাক হলে! মনে মনে ভাবছ—এ আবার কেমন পাখি, যার কথা কুরআনে আলোচিত হয়েছে! হ্যাঁ বন্ধুরা, এ পাখিটা সাধারণ কোনো পাখি নয়। সে ছিল সকল পাখির সরদার। নাম তার হুদহুদ!

তোমরা কি হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের নাম শুনেছ! তিনি নবী ছিলেন এবং বাদশাও ছিলেন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছিল তাঁর রাজত্ব। পৃথিবীর সব কিছুই ছিল তাঁর অনুগত। মানুষ, জিন, পশুপাখি, জীবজন্তু—সব কিছু, এমনকি বাতাসও তাঁর হুকুম মানত! তিনি সকলের ভাষা বুঝতেন! পাখিদের সাথে কথা বলতেন। বনের জন্তুদের সাথে কথা বলতে পারতেন।

জিন জাতির কথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। তাদের বিশাল ভয়ংকর দেহ ও প্রচণ্ড শক্তির কথা হয়তো কোনো গল্পের বইয়ে পড়ে থাকবে।

তারাও কিন্তু সুলায়মান আলাইহিস সালামের আদেশ যথাযথভাবে পালন করত! তিনি কঠিন কঠিন কাজগুলো তাদের দিয়ে করাতেন। তাদের মাধ্যমে সাগরের তলদেশ থেকে মহামূ-ল্যবান মণিমুক্তা সংগ্রহ করাতেন!

হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম রাজ্য পরিচালনার জন্য গড়ে তুলেছিলেন এক বিশাল সেনাবাহিনী। তাঁর সেনাবাহিনীতে বনের পশুপাখি ও শক্তিশালী জিনদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল! তিনি তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ সৈনিকরূপে গড়ে তুলেছিলেন।

তিনি পাখিদের দ্বারা সেনাবাহিনীর একটি গোয়েন্দা ইউনিট গঠন করেন! গোয়েন্দা পাখিরা অনেক দূর থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে আনত। অনেক অজানা খবর তারা হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালামকে জানাত। এ গোয়েন্দা পাখিদের সরদার ছিল হুদহুদ।

সুলায়মান আলাইহিস সালাম একদিন সেনাবাহিনীর সকলের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন, হুদহুদ পাখিটা নেই! কোথায় গেছে কেউ বলতেও পারে না।

পাখিটা কেন তাকে না জানিয়ে গেল!
কোথায় গেল! তিনি ভীষণ রাগ করলেন।

তিনি অন্যান্য পাখিদের বললেন,
—হুদহুদ এলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। সে যদি তার অনুপস্থিতির সঠিক কারণ বলতে না পারে, তাহলে আজ ওকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

কিছুক্ষণ পর হুদহুদ পাখি এসে উপস্থিত। তখন অন্য পাখিরা এসে বলল,

—আজ আপনাকে বাদশা খোঁজ করেছেন। আপনাকে না পেয়ে তিনি ভীষণ রাগ করেছেন। বলেছেন, যদি আপনি দায়িত্বে অবহেলা করে থাকেন এবং অনুপস্থিতির সঠিক কারণ দেখাতে না পারেন, তাহলে আপনাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

খবর শুনে হুদহুদ সঙ্গে সঙ্গে উড়াল দিল এবং তৎক্ষণাৎ সুলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে উপস্থিত হল। সে নিজের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলল,

—হে আমার মনিব, আল্লাহর নবী, আমি একজন গোয়েন্দা। আপনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করাই হচ্ছে আমার কাজ। আমি আজ সেই উদ্দেশ্যেই অনেক দূরে উড়ে যাই। যেতে যেতে আপনার রাজত্বের সীমানার বাইরে অন্য একটি দেশে গিয়ে উপস্থিত হই!

সেখানে যে জাতি বসবাস করছে, তার নাম সাবা। বিলকিস নামের এক নারী তাদের শাসন করছে।

তিনি সে দেশের সম্রাজ্ঞী, তার অধিবাসীরা সকলেই সূর্যের উপাসনা করে! আল্লাহকে মানে না। আখেরাতকে অস্বীকার করে। আপনি যে আল্লাহর নবী, তাও তারা মানে না; অথচ আল্লাহ তাদের অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন। তাদের রানি যে সিংহাসনে বসেন, তা অসম্ভব সুন্দর ও বিশাল!

হজরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম হুদহুদের ঘটনা শুনে বললেন,

—আমি তোমার সংবাদটি যাচাই করে দেখব। আমি তোমাকে এখনই একটি চিঠি লিখে দেব। তুমি এ চিঠিটি নিয়ে সেই রানির কাছে পৌঁছে দেবে। ওরা চিঠি পেয়ে কী জবাব দেয়, তা আমাকে জানাবে।

হুদহুদ সুলায়মান আলাইহিস সালামের চিঠি নিয়ে আবার উড়াল দিল। সে চিঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল রানি বিলকিসের রাজপ্রাসাদে! রানির বিশ্রামের জন্য যে বিশাল শয়নকক্ষ রয়েছে, সেখানে চিঠিটা পৌঁছে দিল।

রানি চিঠিটা পেয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তখনই তিনি ডেকে পাঠালেন তার সকল মন্ত্রী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের। বললেন,

—খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তোমাদের সাথে পরামর্শ আছে! তোমরা জলদি রাজদরবারে উপস্থিত হও।

রানির নির্দেশ পেয়ে সকলেই দ্রুত উপস্থিত হল। রানি সকলকে চিঠিটা দেখালেন। বললেন,